দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 OCT 1987
পৃষ্ঠা ...

171

শিক্ষাঙ্গন

শরীয়তপুর সরকারী কলেজের সমস্যা

শরীয়তপুর সরকারী কলেজটি বর্তমানে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। তন্মধ্যে তীব্রতর হচ্ছে শিক্ষক স্বল্পতা, ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের বাসস্থান সমস্যা, শিক্ষক পরিষদকক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের কমন রুমের অব্যবস্থা, বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের অপর্যাপ্তা এবং কলেজের নাজুক পারিপার্শ্বিক অবস্থা। অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট বিজ্ঞান বিভাগের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানাগারের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ করছে। কিন্তু তাদের কাজের প্রকৃতি ও শম্বুকগতি, ছাত্র-শিক্ষক ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘ দু'বছরেও তারা চারকক্ষ বিশিষ্ট বিজ্ঞান ভবনের কাজ শেষ করতে পারেনি।

কলেজটি শরীয়তপুর জেলার একমাত্র সরকারী কলেজ। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেও বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এখানে লেখাপড়া করছে এবং কলেজের রেজাল্টও বরাবরই ভাল। অথচ কলেজটিতে ডিগ্রী কোর্স খোলার কোনরূপ ব্যবস্থা আজও হয়নি। অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডিগ্রী খোলার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয়সংখ্যক পদ সৃষ্টি করেছেন এবং ডিগ্রী খোলার ব্যাপারে তাদের অনুমতিও প্রদান করেছেন।

কিন্তু প্রতি বিষয়ে অন্যূন দু'জন করে শিক্ষক না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিগ্রী ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার অনুমতি দিচ্ছেন না। অথচ এর ফলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কলেজটি সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলো দূর করে কলেজটিকে একটি সুন্দর-পরিচ্ছন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—মোঃ সিরাজুল ইসলাম মল্লিক

নৈশবিদ্যালয়ের গুরুত্ব

"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।" যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। তাই উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিত হতে হলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আর এ শিক্ষা হতে হবে প্রকৃত শিক্ষা। যে জাতি শিক্ষায় পিছিয়ে আছে সে দেশে অপরাধের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের কথা বলা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার অতি নগণ্য। এর কারণ অতি দারিদ্র্যতা। এ দেশের অধিকাংশ লোক নিম্নবিত্ত কৃষক ও দিনমজুর। ফলে তাদের যে আয় হয় তা দ্বারা সংসারের পুরোপুরি প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়ে উঠে না।

বিধায়, তাদের পোষ্যদের অল্প বয়সেই সংসারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য কোন না কোন একটি কাজে নিয়োজিত করা হয়। এতে তাদের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়া আর হয়ে উঠে না।

তাই সারা জীবন তাদের অক্ষরজ্ঞানে অন্ধ থাকতে হয়। আর এর ফলস্বরূপ জাতিকে পরিচিত হতে হয় একটি অশিক্ষিত জাতি হিসেবে। সুতারাং এঘোর অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জাতিকে শিক্ষিত, উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে প্রয়োজন সর্বজনীন শিক্ষা। আর এ শিক্ষা তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন আমরা সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারবো। অতএব, এদের শিক্ষিত করে তুলতে হলে দরকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর ঐ জন্যই প্রয়োজন নৈশবিদ্যালয়ের। বিশ্বের কাছে শিক্ষিত জাতি হিসেবে দাঁড়াতে আমাদের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অবশ্যই নিতে হবে।

—আহমদ আলী